যুগান্তর

তারিখ 11 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

যশোর শিক্ষা বোর্ডের ৬১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রেড সিগন্যাল

যশোর ব্যুরো

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'রেড সিগন্যাল' জানানো হয়েছে। সদ্য শেষ হওয়া এসএসসি ও অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সূত্র জানায়, গত বছর অনুষ্ঠিত যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ছিল ২০ শতাংশের নিচে। এর মধ্যে ২৭টি স্কুল ও ৩৪টি কলেজ রয়েছে। ২০ শতাংশের নিচে পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে কেশবপুর উপজেলার বাউশোলা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, বাঘারপাড়ার বাঁকড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মনিরামপুরের পারজামুরা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, শাহিদা সুলতানা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঝিকরগাছার ধানপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া দৌলতপুরের বালিয়ারদাঁড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জোড়াশাহী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কামালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝাউদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা পাইকগাছার আমিরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, বাগেরহাটের পত্তনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোরেলগঞ্জের বহরবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাগুরার আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, কুচিয়ামোড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা আশাশুনির বড়দল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নড়াইলের দেবীপুর মাধ্যমিক ও ঝিনাইদহের কৃশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। খারাপ ফলাফলের তালিকায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কলেজ হচ্ছে- যশোরের কমরপোল আইডিয়াল কলেজ, কুষ্টিয়া দৌলতপুরের আদাবাড়িয়া ইউনিয়ন কলেজ, নিমতলা কলেজ, কুষ্টিয়া হাইস্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরার সাতানী ভদ্রা কলেজ, বাগেরহাটের বানজাহান আলী মহিলা কলেজ, মাতৃভাষা কলেজ, ঝিনাইদহের মহেশপুর মহিলা কলেজ, নড়াইলের কল্লারচোপ আইডিয়াল কলেজ। সূত্র মতে খারাপ ফলাফলকারী ২৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে গত বছর ২০টি স্কুল থেকে একজন পরীক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অপরদিকে খারাপ ফলাফলের দিক থেকে কুষ্টিয়া জেলার কলেজগুলোর চিত্র করুণ। যশোর শিক্ষা বোর্ডের এক কর্মকর্তা জানান, এসব স্কুল-কলেজে এবার পাসের হার ২০ শতাংশ স্পর্শ করতে না পারলে এমপিও বাতিল করা হবে। এবারের পরীক্ষা তাদের জন্য রেড সিগন্যাল। এদিকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলনও রোববার যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে নকল প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধকরণ সভায় একই ধরনের হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।